রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ “জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক”

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, আগস্ট ৩১, ২০২১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

নীতিমালা

তারিখ : **১১** ভাদ্র **১৪২৮** বঙ্গাব্দ/২৬ আগস্ট ২০২**১** খ্রিষ্টাব্দ

নং **৪৮.০০.০০০০.০১০.০২.০০৬.২০-৪৪**।—যেহেতু **১৯৭১** সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে অসীম বীরত্ব ও আত্মত্যাগের স্বীকৃতিস্বরূপ জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের কল্যাণের বিষয়ে অধিকতর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা সমীচীন; এবং

যেহেতু, স্থানীয় সরকার বিভাগের ২**১** সেপ্টেম্বর, ২০**১১** খ্রি. তারিখের সরকারি হাট-বাজারসমূহের ব্যবস্থাপনা ইজারা পদ্ধতি ও তৎকর্তৃক প্রাপ্ত আয় বণ্টন সম্পর্কিত নীতিমালা এবং একই বিভাগের ০৭ মে, ২০**১**২ খ্রি. তারিখের সংশ্লিষ্ট পরিপত্র অনুযায়ী দেশের সরকারি হাট-বাজারের ইজারালব্ধ আয়ের ৪% (শতকরা চার ভাগ) অর্থ বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের কল্যাণে ব্যয়ের জন্য মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পরিচালনাধীন ব্যাংক একাউন্টে জমা করার সরকরি নির্দেশনা রয়েছে; এবং

যেহেতু, প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় হিসাবে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে বরাদ্দকৃত সরকারি অর্থের সঠিক ব্যবহার, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা আবশ্যক; এবং

যেহেতু, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পরিচালনাধীন ব্যাংক একাউন্টে জমাকৃত উক্ত সরকারি হাট-বাজারের ইজারালব্ধ আয়ের ৪% অর্থ জীবিত মুক্তিযোদ্ধাগণের কল্যাণে ব্যয়ের নিমিত্ত এতদসংক্রান্ত বিদ্যমান নীতিমালাটি রহিতকরণপূর্বক অধিকতর যুগোপযোগী করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ নীতিমালা প্রণয়ন করা হইল, যথা :—

১। **শিরোনাম ও প্রবর্তন**।—(**১**) এই নীতিমালা বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের কল্যাণে সরকারি হাট-বাজারসমূহের ইজারালব্ধ আয়ের ৪% অর্থ ব্যয় নীতিমালা, ২০২**১** নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

মূল্য : টাকা **১**২.০০

২। **সংজ্ঞা**।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই নীতিমালায়—

(ক) 'জটিল রোগ' অর্থ হৃদরোগ, কিডনী রোগ, পক্ষাঘাত বা প্যারালাইসিস, ক্যান্সার, মস্তিষ্কের সংক্রমণসহ সমজাতীয় অন্যান্য কোনো জটিল ধরনের রোগ, যা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক কর্তৃক নির্ধারিত;

(খ) 'পরিশিষ্ট' অর্থ এই নীতিমালার পরিশিষ্ট;

(গ) 'মন্ত্রণালয়' অর্থ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়;

(ঘ) 'বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক' অর্থ সরকারি বা বেসরকারি হাসপাতালের সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে বিশেষায়িত জ্ঞানসম্পন্ন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক; এবং

(ঙ) 'বিশেষায়িত হাসপাতাল' অর্থ এই নীতিমালার পরিশিষ্ট-ক তে বর্ণিত বিশেষায়িত হাসপাতাল।

৩। **বীর মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে অর্থ বরাদ্দের খাতসমূহ**।—নিম্নবর্ণিত খাতসমূহে বীর মুক্তিযোদ্ধার কল্যাণে অর্থ বরাদ্দ প্রদান করিতে পারিবে, যথা :—

(ক) চিকিৎসা; এবং

(খ) প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত।

[**ব্যাখ্যাঃ** 'বীর মুক্তিযোদ্ধা' অর্থ এই নীতমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৫১ নং আইন) এর ধারা ২ তে সংজ্ঞায়িত ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে (www.molwa.gov.bd) প্রকাশিত এমআইএস [Managenent Information System (MIS)] তালিকাসহ শহিদ গেজেট বা খেতাবপ্রাপ্ত গেজেট বা যুদ্ধাহত গেজেটভুক্ত সকল বীর মুক্তিযোদ্ধা।]

৪। **চিকিৎসা মঞ্জুরি**।—(১) জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সকল সরকারি হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও পরিশিষ্ট-ক তে বর্ণিত বিশেষায়িত হাসপাতালসমূহ বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং তাহার স্ত্রী বা স্বামীকে বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রদান করিবার জন্য মন্ত্রণালয়, সময় সময়, জটিল ও সাধারণ চিকিৎসার জন্য সর্বোচ্চ ৭৫,০০০/-(পঁচাত্তর হাজার) টাকার আর্থিক চিকিৎসা অনুদান প্রদান করিতে পারিবে।

(২) মন্ত্রণালয় কর্তৃক বরাদ্দকৃত অর্থ দ্বারা বীর মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসার ব্যয়, চিকিৎসা সেবার মান, আয়ন-ব্যয়ন এবং ব্যয় যাচাইকরণসহ সার্বিকভাবে চিকিৎসা বাবদ বরাদ্দকৃত অর্থ যথাযথভাবে ব্যয়িত হওয়ার বিষয়টি পদ্ধতিগতভাবে সুনির্দিষ্ট আদেশের মাধ্যমে নিশ্চিত করিতে হইবে।

(৩) সরকারি হাসপাতালের প্রধান বা তত্ত্বাবধায়ক এবং বিশেষায়িত হাসপাতালের পরিচালক বা অধ্যক্ষ, আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তা হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবে।

৫। **সাধারণ রোগের চিকিৎসা সুবিধা**।—(১) অনুচ্ছেদ ৪ এর উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ বর্ণিত হাসপাতালসমূহ বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং তাহার স্ত্রী বা স্বামীকে সাধারণ রোগের চিকিৎসা বাবদ সর্বোচ্চ ৭৫,০০০/-(পঁচাত্তর হাজার) টাকার চিকিৎসা সুবিধা প্রদান করিবে।

(২) বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং তাহার স্ত্রী বা স্বামী সংশ্লিষ্ট হাসপাতাল হইতে সরাসরি চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করিতে পারিবেন তবে, কোনো বীর মুক্তিযোদ্ধার একাধিক স্ত্রী থাকিলে সকল স্ত্রী একত্রে সর্বমোট অনূর্ধ্ব ৭৫,০০০/-(পঁচাত্তর হাজার) টাকার চিকিৎসা ব্যয় প্রাপ্য হইবেন।

(৩) সরকারি ও বিশেষায়িত হাসপাতালে চিকিৎসা সুবিধা প্রাপ্তির জন্য কোনো আবেদন করার প্রয়োজন হইবে না তবে, উক্তরূপ সুবিধা প্রাপ্তির জন্য মুক্তিযোদ্ধার সপক্ষে প্রয়োজনীয় প্রমাণক বা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইস্যুকৃত পরিচয়পত্র দাখিল করিতে হইবে।

(৪) হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বীর মুক্তিযোদ্ধার পরিচিতিমূলক দলিলপত্র মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে (www.molwa.gov.bd) প্রকাশিত এমআইএস তালিকা বা শহিদ গেজেট বা খেতাবপ্রাপ্ত বা যুদ্ধাহত গেজেটের সহিত যাচাই করিবে।

৬। **জটিল রোগের চিকিৎসায় অতিরিক্ত অনুদান**।—(১) কোনো মুক্তিযোদ্ধা এবং তার স্ত্রী বা স্বামী কোনো জটিল রোগে আক্রান্ত হইলে এবং উক্ত রোগের চিকিৎসায় দেশে বা বিদেশে অনুচ্ছেদ ৫ এ উল্লিখিত সীমার অধিক অর্থ ব্যয় হইলে উক্ত অনুচ্ছেদে বর্ণিত চিকিৎসা সুবিধার অতিরিক্ত হিসাবে সরকারের নিকট হইতে এককালীন অনূর্ধ্ব ১,০০,০০০/-(এক লক্ষ) টাকার আর্থিক অনুদান প্রাপ্য হইবেন।

(২) বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং তাহার স্ত্রী বা স্বামী বিশেষ চিকিৎসা অনুদান জীবদ্দশায় একবারের অধিক প্রাপ্য হইবেন না।

৭। **জটিল রোগের চিকিৎসা অনুদান বিষয়ক জেলা বাছাই কমিটি**।—(১) নিম্নরূপ সদস্য সমন্বয়ে জটিল রোগের চিকিৎসা অনুদান বিষয়ক জেলা বাছাই কমিটি গঠিত হইবে, যথা :—

(ক)	সংশ্লিষ্ট জেলার সিভিল সার্জন-	সভাপতি;
(খ)	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক)-	সদস্য;
(গ)	উপ পরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়-	সদস্য; এবং
(ঘ)	আবাসিক মেডিকেল অফিসার, জেলা সদর হাসপাতাল-	সদস্য-সচিব।

৮। **জটিল রোগের চিকিৎসা অনুদান বিষয়ক জেলা বাছাই কমিটির কার্যপরিধি**।—জটিল রোগের চিকিৎসা অনুদান বিষয়ক জেলা বাছাই কমিটির কার্যপরিধি হইবে নিম্নরূপ, যথা :—

(ক) জটিল রোগের আবেদন, জটিল রোগের চিকিৎসা পরবর্তী এতদসংক্রান্ত চিকিৎসা ব্যয় সংক্রান্ত সকল কাগজপত্র, ব্যয় বিবরণী এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দলিলসমূহ যাচাই-বাছাইকরণ;

(খ) জটিল রোগের দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসার প্রয়োজন এইরূপ রোগীদের অগ্রাধিকার তালিকা প্রস্তুতকরণ;

(গ) প্রত্যেক রোগীর কেইস হিস্ট্রি প্রস্তুতপূর্বক নির্দিষ্ট চিকিৎসা বাবদ বিগত **১** (এক) বৎসরের রোগীর সামগ্রিক ব্যয়ের পরিমাণ যাচাইপূর্বক অনুমোদনের প্রস্তাব প্রেরণ; এবং

(ঘ) আর্থিক অনুদান প্রাপ্তির জন্য মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর সুপারিশসহ প্রতিবেদন প্রেরণ।

৯। **জটিল রোগের চিকিৎসা অনুদান বিষয়ক কেন্দ্রীয় মঞ্জুরি কমিটি**।—(১) নিম্নরূপ সদস্য সমন্বয়ে জটিল রোগের চিকিৎসা অনুদান বিষয়ক কেন্দ্রীয় অনুদান মঞ্জুরি কমিটি গঠিত হইবে, যথা :—

(ক)	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়-	সভাপতি;
(খ)	যুগ্মসচিব বা উপসচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়-	সদস্য;
(গ)	প্রতিনিধি, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়-	সদস্য;
(ঘ)	মুক্তিযোদ্ধা কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত মুক্তিযোদ্ধা প্রতিনিধি-	সদস্য; এবং
(ঙ)	উপসচিব (হিসাব), মুক্তিযুদ্ধ বিষয় মন্ত্রণালয়-	সদস্য-সচিব।

১০। **জটিল রোগের চিকিৎসা অনুদান বিষয়ক কেন্দ্রীয় মঞ্জুরি কমিটির কার্যপরিধি**—(১) জটিল রোগের চিকিৎসা অনুদান বিষয়ক কেন্দ্রীয় মঞ্জুরি কমিটি জটিল রোগের চিকিৎসা অনুদান সংক্রান্ত বিষয়ে সিভিল সার্জনের মাধ্যমে প্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং তাহার স্ত্রী, স্বামী বা তাহার পক্ষে আইনানুগ পোষ্যগণের আবেদন, জটিল রোগের চিকিৎসা অনুদান বিষয়ক জেলা বাছাই কমিটির সুপারিশ, কেইস হিস্ট্রি ও অন্যান্য দলিলসমূহ পর্যালোচনা করিয়া অনুদান মঞ্জুরির বিষয়ে চূড়ান্ত মতামত প্রদান করিবে।

(২) জটিল রোগের চিকিৎসা অনুদান বিষয়ক কেন্দ্রীয় মঞ্জুরি কমিটি বীর মুক্তিযোদ্ধার পরিচিতিমূলক দলিলপত্র মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে (www.molwa.gov.bd) প্রকাশিত এমআইএস তালিকা বা শহিদ গেজেট বা খেতাবপ্রাপ্ত বা যুদ্ধাহত গেজেটের সহিত যাচাই করিয়া নিশ্চিত হইবে এবং মন্ত্রণালয় হইতে ইস্যুকৃত মুক্তিযোদ্ধা পরিচয়পত্রের অনুলিপি যাচাই করিবে।

(৩) জটিল রোগের চিকিৎসা অনুদান বিষয়ক কেন্দ্রীয় মঞ্জুরি কমিটির সভাপতি অনুদান মঞ্জুরির বিষয়ে সুপারিশসহ চূড়ান্ত প্রতিবেদন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর প্রেরণ করিবে।

১১। **জটিল রোগের চিকিৎসা অনুদানের জন্য আবেদন পদ্ধতি**।—(১) বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং তাহার স্ত্রী বা স্বামী চিকিৎসা চলাকালীন বা চিকিৎসা গ্রহণের পর চিকিৎসা সংক্রান্ত সকল দলিল ও ব্যয় বিবরণীসহ জটিল রোগের চিকিৎসা সংক্রান্ত অনুদানের আবেদন পরিশিষ্ট-খ তে উল্লিখিত ফরমে জেলা বাছাই কমিটির সভাপতি অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট জেলার সিভিল সার্জনের নিকট দাখিল করিতে হইবে।

(২) বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং তাহার স্ত্রী বা স্বামী নিজে অথবা তাহার পক্ষে আইনানুগ পোষ্যগণ অনুদানের জন্য আবেদন করিতে পারিবেন।

(৩) মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে *(www.molwa.gov.bd)* প্রকাশিত এমআইএস তালিকায় অন্তর্ভুক্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং তাহার স্ত্রী বা স্বামী মুক্তিযোদ্ধার পক্ষে প্রমাণক বা শহিদ গেজেট বা খেতাবপ্রাপ্ত বা যুদ্ধাহত গেজেটের প্রমাণক বা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইস্যুকৃত পরিচয়পত্রের অনুলিপিসহ আবেদন দাখিল করিতে হইবে।

(৪) জটিল রোগের চিকিৎসা ও অনুদান বিষয়ক জেলা বাছাই কমিটি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে *(www.molwa.gov.bd)* প্রকাশিত এমআইএস তালিকা বা শহিদ গেজেট বা খেতাবপ্রাপ্ত বা যুদ্ধাহত গেজেটের বা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইস্যুকৃত পরিচয়পত্রের অনুলিপির সহিত যাচাই করিয়া নিশ্চিত হইবে।

(৫) জটিল রোগের চিকিৎসা ও অনুদান বিষয়ক জেলা বাছাই কমিটি ও কেন্দ্রীয় অনুদান মঞ্জুরি কমিটি কর্তৃক চিকিৎসা অনুদান সংক্রান্ত আবেদনটি অনুমোদিত হইলে জটিল রোগের চিকিৎসা ও অনুদান বিষয়ক কেন্দ্রীয় অনুদান মঞ্জুরি কমিটি অনুদান প্রদানের জন্য প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়কে সুপারিশ করিবে।

(৬) উপ অনুচ্ছেদ (৫) এর অধীন প্রদত্ত সুপারিশের প্রেক্ষিতে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় সুবিধাভোগীর অনুকূলে অনুদান মঞ্জুর করিবে ও উক্ত অনুদানের টাকা মন্ত্রণালয় হইতে সরাসরি সুবিধাভোগীর ব্যাংক হিসাবে প্রেরণ করিবে।

[**ব্যাখ্যা:** 'সুবিধাভোগী' অর্থ এই নীতিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে জীবিত সকল বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং তাহার স্ত্রী বা স্বামী।]

১২। প্রাকৃতিক দুর্যোগে অনুদান মঞ্জুরি বাছাই পদ্ধতি ও ক্ষতিগ্রস্ত গৃহ সংস্কার।—(১) প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ঘর নির্মাণ বা সংস্কারের জন্য জীবিত অস্বচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধা সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার বা অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকের (সার্বিক) (মহানগরের ক্ষেত্রে) এর নিকট পরিশিষ্ট-খ তে উল্লিখিত ফরমে আবেদন করিবেন এবং উক্ত আবেদনের সহিত ক্ষয়-ক্ষতির ছবি সংযুক্ত করিতে হইবে।

(২) সংশ্লিষ্ট প্রাকৃতিক দুর্যোগে অনুদান মঞ্জুরি বাছাই কমিটি উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ বর্ণিত আবেদনসমূহ বাছাই করিয়া ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণপূর্বক অনুদান মঞ্জুরের জন্য সুপারিশসহ প্রতিবেদন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর প্রেরণ করিবে।

(৩) মন্ত্রণালয় হইতে বীর মুক্তিযোদ্ধার অনুকূলে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত গৃহ পুনঃনির্মাণ বা সংস্কার সহায়তা হিসাবে সর্বোচ্চ ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা অনুদান প্রদান করা যাইবে।

(৪) প্রাকৃতিক দুর্যোগে 'বীর নিবাস' ক্ষতিগ্রস্ত হইলে উহা মেরামতের জন্য এই বিধানের অধীন সংশ্লিষ্ট জীবিত বীর মুক্তিযোদ্ধা আর্থিক সুবিধা প্রাপ্য হইবেন।

[**ব্যাখ্যা:** 'বীর নিবাস' অর্থ বাংলাদেশের অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধা, বীরাঙ্গনা, শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা বা প্রয়াত বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের বিধবা স্ত্রী ও সন্তানদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য বাসস্থান সরবরাহের উদ্দেশ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপহার হিসাবে বিনামূল্যে বরাদ্দকৃত সরকারি আবাসন।]

(৫) মন্ত্রণালয় হইতে অনুদানের অর্থ সরাসরি বীর মুক্তিযোদ্ধার ব্যাংক হিসাবে প্রেরণ করিতে হইবে।

(৬) সংশ্লিষ্ট প্রাকৃতিক দুর্যোগে অনুদান মঞ্জুরি বাছাই কমিটি মন্ত্রণালয়ের ওয়েসাইটে *(www.molwa.gov.bd)* প্রকাশিত এমআইএস তালিকা বা শহিদ গেজেট বা খেতাবপ্রাপ্ত বা যুদ্ধাহত গেজেটের বা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইস্যুকৃত পরিচয়পত্রের অনুলিপির সহিত তথ্য যাচাই করিবে।

(৭) জীবিত বীর মুক্তিযোদ্ধার জন্য এ অনুদান প্রযোজ্য হইবে এবং জীবদ্দশায় একবারের অধিক তাহারা এই অনুদান প্রাপ্য হইবেন না।

১৩। **প্রাকৃতিক দুর্যোগে অনুদান মঞ্জুরি মহানগর বাছাই কমিটি**।—(১) নিম্নরূপ সদস্য সমন্বয়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগে অনুদান মঞ্জুরি মহানগর বাছাই কমিটি গঠিত হইবে, যথা:—

(ক)	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক)	সভাপতি
(খ)	সিটি কর্পোরেশনের সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধি	সদস্য
(গ)	জেলা ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা	সদস্য; এবং
(ঘ)	উপ-পরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর	সদস্য-সচিব।

(২) সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক, মহানগরীর অধীন কোনো জীবিত অস্বচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধা প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ঘর নির্মাণ বা সংস্কারের লক্ষ্যে অনুদান প্রাপ্তির জন্য আবেদন করিলে বাছাই কমিটির মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করত: ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করিয়া অনুদান প্রাপ্তির যৌক্তিকতা উল্লেখপূর্বক সুপারিশসহ উহা মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর প্রেরণ করিবে।

১৪। **প্রাকৃতিক দুর্যোগে অনুদান মঞ্জুরি উপজেলা বাছাই কমিটি**।—(১) নিম্নরূপ সদস্য সমন্বয়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগে অনুদান মঞ্জুরি উপজেলা বাছাই কমিটি গঠিত হইবে, যথা:—

(ক)	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	সভাপতি
(খ)	উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার বা প্রতিনিধি	সদস্য; এবং
(গ)	প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	সদস্য-সচিব।

(২) সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, উপজেলার আওতাধীন কোনো জীবিত অস্বচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধা প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ঘর নির্মাণ বা সংস্কারের লক্ষ্যে অনুদান প্রাপ্তির জন্য আবেদন করিলে সংশ্লিষ্ট প্রাকৃতিক দুর্যোগে অনুদান মঞ্জুরি বাছাই কমিটির মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করত ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করিয়া অনুদান প্রাপ্তির যৌক্তিকতা উল্লেখপূর্বক সুপারিশসহ উহা মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর প্রেরণ করিবে।

১৫। **রহিতকরণ ও হেফাজত**।—(১) মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে দেশের সরকারি হাট-বাজারসমূহের ইজারালব্ধ আয়ের ৪% অর্থ ব্যয় সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০১৫ (জুলাই ২০১৮ পর্যন্ত সংশোধিত), অতঃপর উক্ত নীতিমালা বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও উক্ত নীতিমালার অধীন—

(ক) কৃত কার্যক্রম ও গৃহীত ব্যবস্থা এই নীতিমালার অধীন কৃত ও গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;

(খ) গৃহীত কার্যধারা বা সূচিত কোনো কার্যক্রম অনিষ্পন্ন থাকিলে উহা এইরূপে নিষ্পন্ন করিতে হইবে যেন উহা এই নীতিমালার অধীন গৃহীত বা সূচিত হইয়াছে; এবং

(গ) জারীকৃত পরিপত্র, আদেশ, নির্দেশ বা অন্য কোনো দলিলাদির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, প্রয়োজনীয় অভিযোজনসহ, এইরূপে চলমান থাকিবে যেন উহা এই নীতিমালার অধীন প্রণীত বা জারি হইয়াছে।

পরিশিষ্ট-ক
বিশেষায়িত হাসপাতালসমূহ
[অনুচ্ছেদ ২ এর দফা (ঙ) দ্রষ্টব্য]

ক্রমিক নং	বিশেষায়িত হাসপাতালসমূহের নাম
১।	বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতাল, শাহবাগ, ঢাকা।
২।	ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, ঢাকা।
৩।	শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
৪।	স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ও মিটফোর্ড হাসপাতাল, ঢাকা।
৫।	জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, ঢাকা।
৬।	জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর), ঢাকা।
৭।	জাতীয় কিডনী ইন্সটিটিউট ও হাসপাতাল, ঢাকা।
৮।	জাতীয় হৃদরোগ ইন্সটিটিউট ও হাসপাতাল, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
৯।	জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইন্সটিটিউট ও হাসপাতাল, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
১০।	জাতীয় বক্ষব্যাধি ইন্সটিটিউট ও হাসপাতাল, মহাখালী, ঢাকা।
১১।	ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব নিউরোসাইন্স হাসপাতাল, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
১২।	জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইন্সটিটিউট ও হাসপাতাল, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
১৩।	শহীদ শেখ আবু নাসের বিশেষায়িত হাসপাতাল, খুলনা।
১৪।	শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব চক্ষু হাসপাতাল ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, গোপালগঞ্জ।
১৫।	চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, চট্টগ্রাম।
১৬।	ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ময়মনসিংহ।
১৭।	রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, রাজশাহী।
১৮।	রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, রংপুর।
১৯।	এম. এ. জি. ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, সিলেট।
২০।	শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বরিশাল।
২১।	জাতীয় হৃদরোগ ফাউন্ডেশন হাসপাতাল এবং গবেষণা ইনস্টিটিউট, মিরপুর, ঢাকা।
২২।	বারডেম জেনারেল হাসপাতাল, শাহবাগ, ঢাকা।

পরিশিষ্ট-খ

[অনুচ্ছেদ ১২ দ্রষ্টব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

www.molwa.gov.bd

প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের আর্থিক সাহায্যের আবেদন ফরম

১।	বীর মুক্তিযোদ্ধার নাম	:
২।	আবেদনকারীর নাম	:
৩।	পিতা, স্বামী বা মাতার নাম	:
৪।	জাতীয় পরিচয়পত্র (NID) নম্বর	:
৫।	জন্ম তারিখ	:
৬।	শিক্ষাগত যোগ্যতা	:
৭।	বর্তমান পেশা	:
৮।	মুক্তিযোদ্ধা তালিকা নম্বর : ক) লালমুক্তিবার্তা : খ) ভারতীয় তালিকা : গ) অন্যান্য তালিকা বা গেজেট :	:
৯।	বর্তমান ঠিকানা	:
১০।	স্থায়ী ঠিকানা	:
১১।	বাৎসরিক আয়	:
১২।	আর্থিক সাহায্যের জন্য আবেদনের কারণ (প্রমাণক সংযুক্ত করিতে হইবে)	:
১৩।	যে ব্যাংকে অনুদান পাইতে চান : ক) ব্যাংকের নাম ও শাখা : খ) হিসাব নম্বর :	:
১৪।	ইত:পূর্বে কোনো প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা হইতে অনুরূপ সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছেন কিনা, প্রাপ্ত হইলে সাহায্যের পরিমাণ ও তারিখ	:
১৫।	আবেদনকারী মুক্তিযোদ্ধা না হইলে মুক্তিযোদ্ধার সঙ্গে সম্পর্ক	:

১৬। আমি...পিতা.. এই মর্মে অঙ্গীকার করিতেছি যে, উপরিউক্ত তথ্যাবলি সঠিক এবং প্রকৃত তথ্যাদি গোপন করিয়া সরকারি অর্থ গ্রহণ করিলে বাংলাদেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী কর্তৃপক্ষ আমার বিরুদ্ধে আইনানুগ যে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে এবং যে উদ্দেশ্যে আবেদন দাখিল করিতেছি, প্রদত্ত অর্থ সেই উদ্দেশ্যেই ব্যয় করা হইবে।

তারিখ :......................................

....

আবেদনকারীর নাম ও স্বাক্ষর

আদেশক্রমে

খাজা মিয়া

সচিব।

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মাকসুদা বেগম সিদ্দীকা, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd.